গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২-৯৫৮৮৭১৪
ই-মেইল : info@lc.gov.bd
ওয়েব : www.lc.gov.bd

The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO.XXVI OF 1881) এ নতুন বিধান সংযোজন সম্পর্কে আইন কমিশনের সুপারিশঃ

ভূমিকাঃ

বর্তমানে দেশে প্রচলিত আইনসমূহের মধ্যে ***The Negotiable Instruments Act, 1881(Act NO.XVI of 1881)*** একটি বহুল ব্যবহৃত আইন। এ আইন প্রণয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ:

> "An Act to define and amend the law relating to Promissory Notes, Bills of Exchange and Cheques."

অর্থাৎ প্রমিসরি নোট, বিল অব এক্সচেঞ্জ ও চেক সংক্রান্ত তৎকালীন আইনসমূহ যুগোপযোগী ও যথাযথ কার্যকর না থাকায় সেগুলো প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনসহ সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করার উদ্দেশ্যেই আইনটি প্রণয়ন করা হয়।

১৮৬৬ সালে তৃতীয় ভারতীয় আইন কমিশন সর্বপ্রথম ***The Negotiable Instruments Act*** এর খসড়া প্রস্তুত করেন, যা ১৮৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে গভর্নর জেনারেল এর পরিষদে (Governor General in Council) উপস্থাপন করা হলে এটি Select Committee তে পাঠানো হয়। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এর পক্ষ থেকে ঘোরতর আপত্তির প্রেক্ষিতে ১৮৭৭ সালে আইনটির খসড়া পুনঃপ্রস্তুত করা হলে স্থানীয় সরকার, হাইকোর্ট এবং চেম্বার অব কমার্স এর সমালোচনার প্রেক্ষিতে বিলটি পুনরায় অপর একটি Select Committee কর্তৃক পরিমার্জিত হয়, তবুও বিলটি চূড়ান্ত করা সম্ভব হয় নাই। ১৮৮০ সালে স্বরাষ্ট্র সচিবের নির্দেশে বিলটি নতুন এক আইন কমিশনের নিকট পাঠানো হয় যার সুপারিশের ভিত্তিতে আইনটির খসড়া পুনঃপ্রস্তুত করা হয় এবং তা একটি Select Committee তে পাঠানো হয়। এভাবে চতুর্থবারের মত প্রস্তুতকৃত খসড়া পরিষদে (Council) উপস্থাপিত হলে ১৮৮১ সালে ***The Negotiable Instruments Act, 1881(Act NO.XVI of 1881)*** আইন হিসেবে পাশ হয়। আইনটি পাশের পর হতে কার্যকর গণ্য হয় এবং বাণিজ্যিক দুনিয়ায় আর্থিক লেনদেন সহজিকরণ ও নিশ্চয়তা বিধানের জন্য এর প্রয়োগ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

পরবর্তীতে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারত ও পাকিস্তান আমলে পাঁচবার সংশোধনীর মাধ্যমে আইনটির কিছু পরিবর্তন হয়। সংশোধনীগুলো হল:

১. ১৮৮৫ সালে Section 45A ও 104A;
২. ১৯২০ সালে Section 75A;
৩. ১৯৩০ সালে Section 85A;
৪. ১৯৪৭ সালে Section 131A এবং
৫. ১৯৬২ সালে Section 1A, 21A, 21B, 21C, 27A, 28A, 29A, 29B, 29C, 38A, 53A, 57A, 57B, 71A, 122A, 123A, 125A, 131B, 131C, 131D, 131E, 131F, 131G, 131H ও 131I সংযোজন।

বাংলাদেশে প্রচলন:

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে স্বাধীনতা অর্জনের পর ***The Bangladesh Laws (Revision And Declaration) Act, 1973 (Act No. VIII of 1973)*** দ্বারা ***The Negotiable Instruments Act, 1881(Act NO.XVI of 1881)*** আইনটি সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯৯৪ হতে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনবার সংশোধনীর মাধ্যমে আইনটির কিছু পরিবর্তন করা হয়। সংশোধনীগুলো হল:

১. ১৯৯৪ সালে ***The Negotiable Instruments (Amendment) Act, 1994 (Act No.XIX of 1994)*** এর ২ ধারা এর মাধ্যমে ***The Negotiable Instruments Act, 1881*** এর ১৩৮ ও ১৩৯ ধারা সম্বলিত ***"CHAPTER XVII"*** এর স্থলে ধারা ১৩৮ হতে ১৪১ সম্বলিত নতুন ***"CHAPTER XVII"*** সংযোজন;
২. ***The Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2000 (Act No.VII of 2000)*** এর ধারা-২ এর মাধ্যমে ১৩৮ ধারায় বর্ণিত কতিপয় বিধান সংশোধন ও সংযোজন, এবং
৩. ***The Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2006 (Act No.III of 2006)*** এর ধারা-২ এর মাধ্যমে ১৩৮ ধারায় Sub-section (1A); Section 138A সংযোজন এবং ১৪১ ধারায় বিদ্যমান Clause (c) এর পরিবর্তে নতুন Clause (c) প্রতিস্থাপন।

সংশোধনের প্রেক্ষাপট:

১৯৯৪ সালে ***The Negotiable Instruments Act, 1881*** আইনে নতুন ১৩৮-১৪১ ধারাসমূহ সম্বলিত ***"CHAPTER XVII"*** প্রতিস্থাপনের পর হতে ১৩৮ ধারায় ফৌজদারী মামলা দায়েরের সংখ্যা যেমন গাণিতিক হারে বাড়তে থাকে তেমনি এর অপপ্রয়োগ তথা হয়রানীর মাত্রা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন নাগরিক, আইনজীবী এবং ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুরোধ সক্রিয় বিবেচনার আলোকে আইন কমিশন ***The Negotiable Instruments Act, 1881 এর "CHAPTER XVII"*** – এ বিদ্যমান **On penalties in case of dishonour certain cheques for insufficiency of funds in the**

account বিধানাবলীর কয়েকটি যুগোপযোগী ও নাগরিক বান্ধব করার লক্ষ্যে গবেষণা কর্মের সূচনা করে। দেশের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ, আইনজীবীগণ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণের সাথে মতবিনিময় করে এবং উচ্চ আদালতের রায়ের নির্দেশনা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটসহ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সংশোধনীসমূহ প্রস্তাব করা হয়েছে।

ঋণের দায় সম্পর্কিত প্রাচীন ইতিহাসঃ

মধ্যযুগীয় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতা অপরাধ হিসাবে গন্য হতো। গ্রেট ব্রিটেন (যুক্তরাজ্য), যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী, ফ্রান্সসহ অনেক দেশেই ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ ব্যক্তিগণ অর্থদন্ড ও কারাদন্ড ভোগ করত। এসব দেশের বিভিন্ন শহরে Debtors' Prison ছিল। চৌদ্দশত হতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইংল্যান্ডের Southwark (বর্তমান London) শহরে অবস্থিত **The Marshalsea** জেলখানা লন্ডনের দরিদ্র দেনাদার কয়েদিদের জন্য বেশী পরিচিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের মোট কয়েদিদের অর্ধেকই ঋণের জন্য জেলে আটক ছিল। ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক Charles Dickens এর বাবাকে একজন বেকারী মালিকের নিকট ঋণী থাকার জন্য এই জেলে পাঠানো হয়। ইংল্যান্ডের London শহরে অবস্থিত অপর একটি জেলখানার নাম ছিল **Newgate Prison**. অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই জেলখানায় দেনাদার পুরুষ ও মহিলা কয়েদিদেরকে পৃথক ওয়ার্ডে ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আটক রাখা হত।

কিন্তু কালক্রমে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে ইউরোপীয় দেশসমূহসহ পৃথিবীর বেশীর ভাগ রাষ্ট্রেই ঋণ পরিশোধে অক্ষমতাকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয় না, বরং দেওয়ানি প্রতিকার হিসাবে গণ্য হয়।

***The Negotiable Instruments Act, 1881* এর ১৩৮ ও ১৪১ ধারাদ্বয়ের বিদ্যমান বিধানাবলীঃ**

অপর্যাপ্ত তহবিল জনিত কারণে কোন চেক ব্যাংক কর্তৃক ডিজঅনার হলে তা অপরাধ হবে এবং এরূপ অপরাধের জন্য চেক প্রদানকারী তথা হিসাবধারীর ০১ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা চেকে বর্ণিত টাকার তিনগুণ পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দন্ড হতে পারে মর্মে ১৩৮ ধারায় বর্ণিত রয়েছে। আর ১৪১ ধারায় বর্ণিত রয়েছে বিচার প্রক্রিয়া ও এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতের নাম। উক্ত ধারা দুটি নিম্নরূপ-

> 138. (1)Where any cheque drawn by a person on an account maintained by him with a banker for payment of any amount of money to another person from out of that account is returned by the bank unpaid, either because of the amount of money standing to the credit of that account is insufficient to honour the cheque or that it exceeds the amount arranged to be paid from that account by an agreement made with that bank, such person shall be deemed to have committed an offence and shall, without prejudice to any other provision of this Act, be punished with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to thrice the amount of the cheque, or with both:
>
> (3) Notwithstanding anything contained in sub- section (1) and (2), the holder of the cheque shall retain his right to establish his claim through civil Court if whole or any part of the value of the cheque remains

unrealized.

Provided that nothing contained in this section shall apply unless-

(a) the cheque has been presented to the bank within a period of six months from the date on which it is drawn or within the period of its validity, whichever is earlier;

(b) the payee or the holder in due course of the cheque, as the case may be, makes a demand for the payment of the said amount of money by giving a notice, in writing, to the drawer of the cheque, within thirty days of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the cheque as unpaid, and

(c) the drawer of such cheque fails to make the payment of the said amount of money to the payee or, as the case may be, to the holder in due course of the cheque, within thirty days of the receipt of the said notice.

(1A) The notice required to be served under clasue (b) of sub-section (1) shall be served in the following manner-

(a) by delivering it to the person on whom it is to be served; or

(b) by sending it by registered post with acknowledgement due to that person at his usual or last known place of abode or business in Bangladesh; or

(c) by publication in a daily Bangla national newspaper having wide circulation.

(2) Where any fine is realized under sub-section (1), any amount upto the face value of the cheque as far as is covered by the fine realized shall be paid to the holder.

(3) Notwithstanding anything contained in sub- section (1) and (2), the holder of the cheque shall retain his right to establish his claim through civil Court if whole or any part of the value of the cheque remains unrealized.

141. Notwithstanding anything contained in the ***Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898)***,-

(a) no court shall take cognizance of any offence punishable under section 138 except upon a complaint, in writing, made by the payee or, as the case may be, the holder in due course of the cheque;

(b) such complaint is made within one month of the date on which the cause of action arises under clause (c) of the proviso to section 138;

(c) no court inferior to that of a Court of Sessions shall try any offence punishable under section 138.

উপর্যুক্ত ১৩৮ ধারায় বর্ণিত অপর্যাপ্ত তহবিলের কারণে চেক ডিজঅনার জনিত অপরাধের শাস্তি '০১ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা চেকে বর্ণিত টাকার তিনগুণ পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দন্ড' ন্যায়সংগত ও যুক্তিসংগত নয়। ***The Negotiable Instruments Act, 1881*** মূলতঃ আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত একটি আইন। এ আইনের মূল উদ্দেশ্য আর্থিক লেনদেন সহজতর ও দ্রুততর করা, কাউকে শাস্তি প্রদান নয়। উল্লেখ্য যে, দেশে প্রচলিত ঋণ আদায় সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনে সর্বোচ্চ দ্বিগুণ পরিমান জরিমানার বিধান রয়েছে।

আবার, ১৪১ ধারায় দায়রা আদালতকে ১৩৮ ধারার অপরাধের বিচার এখতিয়ার দেয়া হয়েছে যা এদেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবসম্মত নয়। ১৩৮ ধারার মামলাসমূহ দ্রুত ও সহজে নিষ্পত্তিযোগ্য যার বিচারের জন্য একজন ১ম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন। দায়রা আদালতসমূহ সিনিয়র আদালত হিসেবে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহ নিষ্পত্তিতে নিয়োজিত থাকাই বাঞ্চনীয়।

১৩৮ ধারায় বর্ণিত অপরাধটি আপোষযোগ্য (compoundable) না হওয়ায় পক্ষগণের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আদালত আপোষের ভিত্তিতে উক্ত ধারার মামলা নিষ্পত্তি করতে পারেন না। এতে এ ধরনের মামলা নিষ্পত্তিতে অহেতুক জটিলতা ও বিলম্ব হয়।

The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ১৩৮ ও ১৪১ ধারাদ্বয়ের বিদ্যমান বিধানাবলী পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তিসমূহ:

১। **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর অনুচ্ছেদ ৩৫** বিচার ও দন্ড সম্পর্কে নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে। অনুচ্ছেদ ৩৫ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৫) নিম্নরূপ:

> **"কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্চনাকর দন্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।"**

চেকে ব্যক্ত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থতার মত দেওয়ানী দায়ের জন্য চেক ড্রয়ার বা প্রদানকারীকে ০১ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড প্রদান করা কিংবা চেকে ব্যক্ত অর্থের তিনগুণ পর্যন্ত জরিমানা করা কিংবা একত্রে উভয় দন্ড প্রদান করা লাঞ্চনাকরই বটে।

২। ***The Money-Lenders Act, 1940 (Bengal Act No. X of 1940)*** এর ৩০ ধারা অনুযায়ী **প্রকৃত ঋণের দ্বিগুণের বেশী সুদ** দিতে কোন ঋণ গ্রহিতাকে বাধ্য করা যাবে না। অথচ ***The Negotiable Instruments Act, 1881*** এর ১৩৮ ধারায় চেকে উল্লিখিত টাকার তিনগুণ পর্যন্ত জরিমানা করার বিধান রয়েছে।

The Money-Lenders Act, 1940 (Bengal Act No. X of 1940) এর ৩০ ধারায় আদায়যোগ্য সুদের পরিমান ও হার সম্পর্কে বলা হয়েছে-

> "30. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, or in any agreement,

(1) no borrower shall be liable to pay after the commencement of this Act-

(a) any sum in respect of principal and interest which together with any amount already paid or included in any decree in respect of a loan <u>exceeds twice</u> the principal of the original loan,

(b) on account of interest outstanding on the date up to which such liability is computed, a sum greater than the principal outstanding on such date,----"

৩। **অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩** এর ৪৭ ধারা অনুযায়ী, কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক **আসল ঋণ অপেক্ষা ২০০% এর অধিক** দাবী আদালত কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হবে না।

অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৪৭ ধারায় দাবী আরোপ সীমাবদ্ধ করে বলা হয়েছে–

"(১) বর্তমানে প্রচলিত অন্য কোনো আইন বা পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত সংশ্লিষ্ট চুক্তিতে যাহাই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে , কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনো ঋণ গ্রহীতাকে প্রদত্ত আসল ঋণের উপর দায় এমনভাবে আরোপ করিয়া আদালতে মামলা দায়ের করিবে না, যাহাতে আদালতে উত্থাপিত উক্ত সমূদয় দাবী আসল ঋণ অপেক্ষা ২০০%(১০০+২০০=৩০০ টাকা) এর অধিক হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত মতে আসল ঋণ অপেক্ষা ২০০% এর অধিক অনুরূপ দাবী আদালত কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৩) এই ধারার বিধানটি এই আইন বলবৎ হইবার এক বৎসর পর কার্যকর হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ইচ্ছা করিলে, এই ধারা কার্যকর হইবার পূর্বেই, এই ধারার বিধান অনুসরণ কারতে পারিবে।"

৪। ১৯৯৪ সালে নতুন ***"CHAPTER XVII"*** সংযোজন কালে ১৩৮ ধারায় বর্ণিত জরিমানার পরিমান ছিল চেকে উল্লেখিত টাকার **দ্বিগুণ**, কিন্তু ২০০০ সালে সংশোধন করে ***(Act No. XVII of 2000*** দ্বারা) **তিনগুণ** করা হয়।

৫। ***The Negotiable Instruments Act, 1881(Act NO.XVI of 1881)*** ব্যতিত দেশে প্রচলিত অন্য কোন আইনেই **দ্বিগুণের বেশী** জরিমানার বিধান নাই।

৬। ***The Negotiable Instruments Act, 1881(Act NO.XVI of 1881)*** মূলতঃ প্রমিসরি নোট, বিল অব একচেঞ্জ ও চেক এবং এগুলির মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত আইন। ঋণ আদায় সংক্রান্ত আইনের মধ্যে রয়েছে ***অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩, The Money-Lenders Act, 1940 (Bengal Act No. X of 1940),*** ও ***দেউলিয়া বিষয়ক আইন, ১৯৯৭***। ***অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩*** এর ৩৪ ধারা অনুযায়ী, অর্থঋণ আদালত ডিক্রির টাকা পরিশোধে বাধ্য করার জন্য দায়িককে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত দেওয়ানী কারাগারে আটক রাখতে পারে। অথচ ***The Negotiable Instruments Act, 1881*** এর ১৩৮ ধারায় কারাদন্ড সর্বোচ্চ ০১ বছর।

৭। ***The Negotiable Instruments Act, 1881*** এর ১৪১ ধারায় দায়রা আদালতকে ১৩৮ ধারায় বর্ণিত অপরাধের বিচার করার এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। অথচ দেশের দায়রা আদালতসমূহ (মহানগর দায়রা আদালত

ব্যতিত) একই সাথে জেলা জজ (দেওয়ানী) আদালত হিসাবে কাজ করে। এই আদালতে বিভিন্ন পর্যায়ের বিচারিক আদালতসমূহ হতে আপীল, রিভিউ, রিভিশন ইত্যাদি দায়ের ও নিষ্পত্তি হয়। জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক, আপীল, রিভিউ, রিভিশন ইত্যাদির শুনানীসহ হত্যা মামলার শুনানী এবং প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকেন; অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতসমূহ হত্যা, ডাকাতি, মাদক ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ন মামলার শুনানী করেন। প্রায় সব যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালত আদি দেওয়ানি মামলা, বদলীসূত্রে প্রাপ্ত ফৌজদারি ও আপীল মামলা এবং কোন কোন যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালত, সাকসেশান সার্টিফিকেট মামলার ভারে ভারাক্রান্ত।

৮। চেক ডিজঅনার সংক্রান্ত (***The Negotiable Instruments Act, 1881*** এর ধারা ১৩৮) মামলাসমূহ quasi criminal প্রকৃতির এবং অপেক্ষাকৃত জটিলতামুক্ত। বর্তমানে এই প্রকারের মামলার সর্বোচ্চ কারাদন্ড ০১(এক) বৎসর। ১ম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এর কারাদন্ড প্রদানের সাধারন ক্ষমতা সর্বোচ্চ ০৭ (সাত বৎসর), বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আরও বেশী।

৯। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ১ম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ***The Negotiable Instruments Act, 1881*** এর অধীনে দায়েরকৃত মামলাসমূহ বিচার করেন।

১০। ***The Negotiable Instruments Act, 1881(Act NO.XVI of 1881)*** মূলতঃ আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত আইন। এ আইনটি দেওয়ানী পকৃতির। দেশে পচলিত প্রায় সকল দেওয়ানী মামলাই আপোষে নিষ্পত্তিযোগ্য। ***The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898)*** এর ৩৪৫ ধারায় ***The Penal Code (Act No. XLV of 1860)*** এ বর্ণিত কতক অপরাধকে (যেগুলোর সর্বোচ্চ সাজা ০৭ বছর বা তার নীচে) আপোষযোগ্য (compoundable) করা হয়েছে। অথচ ***The Negotiable Instruments Act, 1881*** এর ১৩৮ ধারায় কারাদন্ড সর্বোচ্চ ০১ বছর।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগ Feroz Uddin v. Eshan Re-rolling Mill Ltd, *29 BLD (HCD)* 2009, 684 মামলায় সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে,

> **"Since the offence under section 138 of Negotiable Instrument Act is petty one and the dispute between the parties settled by compromise is of basically civil in nature, therefore, in the light of the decisions referred to above, I do not hesitate to accept the joint compromise petition filed in both the appeals for disposing the same in terms of the said agreement."**

দেশের উচ্চ আদালত ১৩৮ ধারার মামলায় আপোষের দরখাস্ত গ্রহণযোগ্য মর্মে উপরোক্ত মামলায় সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

উল্লেখ্য যে, দক্ষিন এশীয় রাষ্ট্র নেপাল-এ অপর্যাপ্ত তহবিলের কারণে চেক ডিজঅনার জনিত অপরাধের শাস্তি মাত্র ০৩ মাস পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা তিন হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দন্ড। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, শ্রীলংকাসহ বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্রেই চেক ডিজঅনার সংক্রান্ত দায় দেওয়ানি দায়, ফৌজদারি দায় নয়।

এমতাবস্থায়, ***The Negotiable Instruments Act, 1881*** এর ধারা ১৩৮ উপধারা (১) এ উল্লিখিত, চেকে বর্ণিত টাকার **তিনগুণ** পর্যন্ত জরিমানা করার বিধানটি ঋণ আদায় সংক্রান্ত প্রচলিত অন্যান্য আইনের বিধানের সহিত অসংগতিপূর্ণ বিধায় এর পরিবর্তে জরিমানা **দ্বিগুণ** পর্যন্ত করার এবং কারাদন্ডের মেয়াদ এক বছর কঠোর

(harsh) বিধায় এই মেয়াদের পরিবর্তে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত করার বিধান করা আবশ্যক। একই সাথে ১৪১ ধারার clause (c) তে দায়রা আদালতকে প্রদত্ত এখতিয়ার সংশোধনক্রমে ১ম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে এখতিয়ার প্রদান করা আবশ্যক। কারণ, এ ধরনের মামলা অনেকটাই একই ধরনের বা বাঁধাধরা (Stereotyped) নিয়মের।

ঋণ প্রদানকালে কেবল স্বাক্ষরিত অলিখিত চেক জামানত রাখার আইনগত অবস্থান:

দেশের বিভিন্ন ফৌজদারি আদালতে কর্মরত বিচারকগণ, আইনজীবী, বিচারপ্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট আদালত মারফত প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, চেক ডিজঅনার সংক্রান্ত (***The Negotiable Instruments Act, 1881*** এর ধারা ১৩৮) অধিকাংশ ফৌজদারি মামলা ব্যাংকসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ঋণ প্রদানকারী এনজিও সমূহ কর্তৃক ঋণগ্রহীতাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত। ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও এনজিও সমূহ ঋণ প্রদানকালে ঋণগ্রহীতা হতে কিস্তির সম পরিমান কেবল স্বাক্ষরিত অলিখিত (টাকার অংক ও তারিখ ব্যতিরেকে) চেক জামানত (collateral security) হিসাবে রেখে দেয়, যা পরবর্তীতে নিজেদের সুবিধামত ব্যবহার করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিস্তি পরিশোধের পরও সুদসহ সাকুল্য ঋণের টাকা উল্লেখে জামানত হিসাবে রাখা অপূরণকৃত বা ফাঁকা চেকসমূহ (কেবল স্বাক্ষরিত) ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপস্থাপনের মাধ্যমে ডিজঅনার করিয়ে ***The Negotiable Instruments Act, 1881*** এর ১৩৮ ধারায় ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়। এতে ঋণগ্রহীতাগণ সামাজিকভাবে হয়রানীসহ আর্থিক ক্ষতির সম্মূখীন হন। অথচ এ আইনের উদ্দেশ্য তা নয়।

ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৭ ধারায় ব্যাংক কোম্পানীর কার্যাবলী বর্ণিত হয়েছে। উক্ত ধারার (খ) উপধারায় 'জামানত লইয়া বা জামানত ব্যতিরেকে অগ্রীম অর্থ বা কর্জ প্রদান' কে ব্যাংক কোম্পানীর অন্যতম কার্যাবলী হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২(ত) ধারায় ব্যাংক ব্যবসার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- "ব্যাংক ব্যবসা" অর্থ কর্জ প্রদান বা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে জনসাধারনের নিকট হইতে টাকার এইরূপ আমানত গ্রহণ করা, যাহা চাহিবামাত্র বা অন্য কোনভাবে পরিশোধযোগ্য এবং চেক, ড্রাফট, আদেশ বা অন্য কোন পদ্ধতিতে প্রত্যাহারযোগ্য।

একই আইনের ২(ঙ) ধারায় 'জামানতী ঋণ বা অগ্রিম' এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- 'জামানতী ঋণ বা অগ্রিম' অর্থ সেই ঋণ বা অগ্রিম যাহা সম্পদের জামানত গ্রহণ করিয়া প্রদান করা হয় এবং উক্ত সম্পদের বাজার মূল্য কোন সময়েই ঋণের পরিমানের চাইতে কম হয় না, এবং 'অজামানতী ঋণ বা অগ্রিম' অর্থ সেই ঋণ বা অগ্রিম বা উহার ঐ অংশ যাহার বিপরীতে কোন জামানত গ্রহণ করা হয় না।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৪ ধারায় ঋণ সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়া (১) উপ-ধারায় বলা হইয়াছে–"কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান–(ক) এমন কোন আমানত গ্রহণ করিবে না যাহা চেক, ড্রাফট অথবা আমানতকারীর আদেশের মাধ্যমে চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য;"

The Penal Code (Act No. XLV of 1860) এর ৪৬৪ ধারায় থাকা Illustrations (c) ও (d) নিম্নরূপ:

> (c) A picks up a cheque on a banker signed by B, payable to bearer, but without any sum having been inserted in the cheque. **A fraudulently fills up the cheque by inserting the sum of ten thousand taka. A commits forgery.**

> (d) A leaves with B, his agent, a cheque on a banker, signed by A, without inserting the sum payable and authorizes B to fill up the cheque by inserting a sum not exceeding ten thousand taka for the purpose of making certain payments. **B fraudulently fills up the cheque by inserting the sum of twenty thousand taka. B commits forgery.**

উপরোক্ত দুটি উদাহরণ মোতাবেক ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে রাখা অলিখিত (কেবল স্বাক্ষরিত) চেক পরবর্তীতে তা ইচ্ছেমত পূরণ করে ব্যবহার করা ***The Penal Code (Act No. XLV of 1860)*** এর ৪৬৩ ধারায় বর্ণিত অপরাধ **'জালিয়াতি'**র সামিল এবং একই আইনের ৪৬৪ ধারায় শাস্তিযোগ্য।

কার্যতঃ ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণের বিপরীতে অন্যান্য জামানতের (জমির দলিল ইত্যাদি) সাথে সাথে কিস্তির সম পরিমান অলিখিত (কেবল স্বাক্ষরিত) চেক জামানত হিসেবে ঋণগ্রহিতা হতে গ্রহণ করে। ঋণগ্রহিতা খেলাপি হলে ঋণ আদায়ের জন্য জমি/বাড়ির দলিল ইত্যাদি ব্যবহার করে অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর বিধান অনুযায়ী অর্থঋণ আদালতে দেওয়ানী মামলা এবং একই সাথে অলিখিত (কেবল স্বাক্ষরিত) চেকসমূহ ব্যবহার করে ***The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO.XXVI OF 1881)*** এর ১৩৮ ধারার বিধান অনুযায়ী আমল গ্রহণকারী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ফৌজদারি মামলা দায়ের করে। অনেক ক্ষেত্রে ঋণগ্রহিতা দিশেহারা হয়ে সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগে রীট মামলা দায়ের করে। এতে মামলার সংখ্যা অযাচিতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে মামলাজট সৃস্টি হয়। অন্যদিকে, ১৩৮ ধারায় মামলা দায়েরের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়, উভয় পক্ষের ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

চেক জামানতের সংজ্ঞাভূক্ত নয়। অপূরণকৃত বা ফাঁকা চেক (কেবল স্বাক্ষরিত) ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে রাখার কোন আইনগত স্বীকৃতি কোথাও নেই। স্বাক্ষরিত ফাঁকা চেকে টাকার পরিমান ও তারিখ উল্লেখ না থাকায় তা বৈধ "বিনিময়যোগ্য দলিল" এর পর্যায়ে পড়ে না। সুতরাং ঋণ প্রদানকালে গ্রহীতার কাছ থেকে জামানত হিসেবে পূরণকৃত বা স্বাক্ষরিত কিন্তু অলিখিত চেক বা ফাঁকা চেক গ্রহণ করা আইন সম্মত নয়।

অপূরণকৃত (কেবল স্বাক্ষরিত) চেক জামানত রাখা সম্পর্কে উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তঃ

ঋণের বিপরীতে অপূরণকৃত (কেবল স্বাক্ষরিত) চেক জামানত হিসাবে রাখা এবং ঐ চেক ডিজঅনার হলে ***The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO.XXVI OF 1881)*** এর 138 ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে কিনা সে প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতের উচ্চ আদালতসমূহের নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত রয়েছে-

বাংলাদেশঃ

মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগ *Mohammad Ali Fatik vs State and another,* *66 DLR (2014), 228* মামলায় সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে,

> "21. Moreso, from the materials on record it has been found that the cheque was drawn some time in 2004 and it was presented in the Bank in the month of September, 2007 i.e. beyond the period of six months from the date on which it was drawn. A cheque receiving in the year 2004, filling up the various columns later on, at the sweet will of the complainant, if presented in the Bank after long gap of 3/4 years, undoubtedly the same is a fraud upon the drawer of the cheque and if this

> Court allows to continue such practice, that would be sheer indulgence to the creditors to be more oppressive to the debtors.
>
> 23. In fact, a blank signed cheque is generally taken by a creditor from the debtors in order to create more and more pressure so that the debtors make the payment of the craditors but whenever a cheque is drawn for making of payment as provided in section 138 of the NI Act and when the same is bounced, the section 138 of the NI Act will come to play its role."

অর্থাৎ অভিযোগকারী কর্তৃক ঋণ গ্রহিতা হতে ফাঁকা চেক গ্রহণের তার কলামগুলো নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী পূরণ করে ৩/৪ বছর পর ব্যাংক-এ উপস্থাপন করা নিঃসন্দেহে চেক দাতার সাথে প্রতারনা এবং যদি আদালত এ ধরনের প্র্যাকটিস অনুমোদন করেন, তা হবে ঋণ দাতাদের প্রতি নিছক উদাসীনতা যা ঋণ গ্রহিতাদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিবে। মূলতঃ ঋণ গ্রহিতা হতে ঋণের টাকা আদায়ে চাপ প্রয়োগের জন্যই ঋণ দাতা কেবল স্বাক্ষরিত, অলিখিত চেক গ্রহণ করেন কিন্তু যখন তা NI Act এর ১৩৮ ধারার বিধান অনুযায়ী ক্যাশ করার জন্য ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয় এবং তা অপরিশোধিতভাবে ফেরত আসে, তখন উক্ত ধারা তার মূল ভূমিকা পালন করে।

এছাড়াও ***Dr Shaymal Baidya vs Islami Bank Bangladesh Ltd and another,*** *66 DLR (2014), 547* মামলার রায়ে **হাইকোর্ট বিভাগ** উল্লেখ করেন-

> "Whenever a cheque is drawn by a person in order to make payment of any amount, the amount must be given in it by the drawer of the cheque. Since the amount was not given by the drawer of the cheque having no intention for making any payment, such a cheque cannot be considered as a cheque to serve the purpose of section 138 of the NI Act……..Thus the role of the Bank does not appear to be good than that of the oppressive and cruel creditors. The creditors in many cases used to travel even earth to heaven to collect their debts leaving no stone untouched and the Bank also behaving like the same after obtaining the judgment in the case for Taka 9,84,918 which has already been deposited by the accused by the order of the Court again filed the case under the provision of Artha Rin Adalat Ain, 2003 against the appellant."

অর্থাৎ যখন কোন চেক ক্যাশ করার জন্য ব্যাংকে জমা দেয়া হয় তাতে অবশ্যই চেক দাতা কর্তৃক টাকার পরিমান লিখিত থাকতে হবে। যখন কোন পাওনা পরিশোধের ইচ্ছা ব্যতিরেকে চেক দাতা চেকে টাকার পরিমান লিখেন না, এরূপ চেক NI Act এর ১৩৮ ধারার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বলে বিবেচনা করা যাবে না.....এক্ষেত্রে ব্যাংকের ভূমিকা অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর ঋণ দাতার চেয়ে উত্তম নয়। অনেক ক্ষেত্রে ঋণ দাতাগণ ঋণ আদায়ের জন্য মর্ত্য হতে স্বর্গ পর্যন্ত ভ্রমন করে সকল প্রচেষ্টা চালায় এবং ব্যাংক একই রকম আচরণ করে ৯৮৪৯১৮ টাকার রায় পেয়ে, আসামী কর্তৃক উক্ত টাকা জমা দেয়া স্বত্ত্বেও, অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুযায়ী আপীলকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগ উপরোক্ত দুটি মামলার রায়ে ঋণ দাতা (ব্যক্তি, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক ঋণের বিপরীতে অলিখিত (কেবল স্বাক্ষরিত) চেক রাখা আইন সম্মত নয় মর্মে এবং এরূপ চেকের ক্ষেত্রে ***The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO.XXVI OF 1881)*** এর 138 ধারার বিধান প্রযোজ্য নয় মর্মে বুঝিয়েছেন।

ভারতঃ

Joseph Vilangadan v. Phenomenal Health Care Services Ltd. & Anr. মামলায় **Bombay** High Court সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, জামানত হিসাবে প্রদত্ত চেক ডিজঅনার হইলে The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO.XXVI OF 1881) এর 138 ধারায় কোন অপরাধ সংঘটিত হয় না। Travel Force v. Mohan N. Bhave and Another 2007 Mh.L.J.3339 মামলায় **Maharashtra** High Court; M.S. Narayana Menon@Mani v. State of Kerala and Another (2006) 6 SCC 39 ও ICDS Limited v. Beena Shabeer and Another (2002) 6 SCC 426 মামলায় **Supreme Court of India** একই রকম সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

উপরোক্ত মামলায় ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট তার রায়ের ৫২ দফায় বলেন: **".....if a cheque is issued for security or for any other purpose the same would not come within the perview of section 138 of the Act."**

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিগত ১২/০২/২০১৭ খ্রি. তারিখের এফআইসিএসডি সার্কুলার লেটার নং-০১ এ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংককে উদ্দেশ্য করে উল্লেখ করেন-

> **"এছাড়া, সম্প্রতি এমআইসিআর চেকের ক্ষেত্রে প্রতারণা ও জাল-জালিয়াতি বৃদ্ধি পাওয়ায় ঋণ বা বিনিয়োগের বিপরীতে ফাঁকা চেক জামানত হিসেবে গ্রহণ না করার জন্যও পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।"**

এমতাবস্থায়, কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ঋণ প্রদানকারী এনজিও কর্তৃক ঋণ প্রদানকালে ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে কোন চেক রাখা যাবে না মর্মে ১৩৮ ধারায় শর্ত (proviso) সংযোজন করা বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই জরুরী হয়ে উঠেছে।

উপর্যুক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে আইনটিকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে আইন কমিশন নিম্নরূপ সুপারিশ করছে-

১। *The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO.XXVI OF 1881)* এর ১৩৮ ধারায় বর্ণিত কারাদন্ড ও জরিমানার পরিমান কমিয়ে আনা:- বিদ্যমান ১৩৮ ধারায় বর্ণিত কারাদন্ড ও জরিমানার পরিমান হল এক বছর পর্যন্ত কারাদন্ড, অথবা সংশ্লিষ্ট চেকে বর্ণিত টাকার তিনগুণ পর্যন্ত জরিমানা, অথবা উভয় প্রকার দন্ড। এ আইন মূলতঃ দেওয়ানী প্রকৃতির। ১৯৯৪ সালের ***The Negotiable Instruments (Amendment) Act, 1994 (Act No.XIX of 1994)*** দ্বারা অপর্যাপ্ত তহবিল জনিত কারণে চেক ডিজঅনার হওয়াকে অপরাধ গণ্যে এ আইনকে Quasi Criminal করা হয়েছে। অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৪ ধারা অনুযায়ী অনির্দিষ্ট পরিমান ডিক্রির টাকা পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য আদালত দায়িককে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস দেওয়ানী আটকাদেশ দিতে পারেন।

দেশে প্রচলিত অন্য কোন আইনেই দ্বিগুণের বেশী জরিমানার বিধান নাই। তদুপরি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর অনুচ্ছেদ ৩৫ উপ-অনুচ্ছেদ (৫) দেশের নাগরিকগণকে যন্ত্রণা কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দন্ড দেওয়া যাইবে না মর্মে বিচার ও দন্ড সম্পর্কিত সুরক্ষা প্রদান করেছে।

সুতরাং দেশের নাগরিকদের বিচার ও দন্ড সম্পর্কিত উপর্যুক্ত সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করণার্থে অন্ততঃপক্ষে 138 ধারায় বর্ণিত কারাদন্ড এক বছর পর্যন্ত হতে কমিয়ে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত এবং জরিমানা সংশ্লিষ্ট চেকে বর্ণিত টাকার তিনগুণ পর্যন্ত হতে কমিয়ে দ্বিগুণ পর্যন্ত করা যুক্তিযুক্ত ও মানবিক হবে।

২। ***The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO.XXVI OF 1881)*** **এর ১৩৮ ধারায় পর চেক (Cheque) জামানত না রাখা সংক্রান্ত নতুন শর্ত (proviso) সংযোজনঃ-** কেবল স্বাক্ষরিত ফাঁকা চেক (Blank Cheque) ব্যবহার সংক্রান্ত কোন বিধান এই আইনে নাই। ঋণ দাতা (ব্যক্তি, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক ঋণগ্রহিতা হতে ঋণের বিপরীতে অলিখিত (কেবল স্বাক্ষরিত) চেক রেখে পরবর্তীতে তা নিজেদের ইচ্ছেমত পূরণ করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপস্থাপন পূর্বক ডিজঅনার করিয়ে ১৩৮ ধারায় ফৌজদারী মামলা এবং একই ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে রাখা জমি/বাড়ীর দলিল ইত্যাদি ব্যবহার করে অর্থঋণ আদালতে দেওয়ানী মামলা দায়ের করে। এতে ঋণগ্রহিতা মারাত্মক ভোগান্তির শিকার হয়। অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৫ ধারা অনুযায়ী, অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় মামলা একই আইনের ৪ ধারার অধীনে প্রতিষ্ঠিত, ঘোষিত বা গণ্য হওয়া অর্থঋণ আদালতে দায়ের করতে হবে এবং ঐ আদালতেই বিষয়টির নিস্পত্তি হবে।

বাংলাদেশ ও ভারতের উচ্চ আদালতসমূহ বিভিন্ন রায়ে ঋণ প্রদানকালে ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে স্বাক্ষরিত কিন্তু অলিখিত বা ফাঁকা চেক গ্রহণ করা আইন সম্মত নয় মর্মে এবং এরূপ চেকের ক্ষেত্রে ***The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO.XXVI OF 1881)*** এর ১৩৮ ধারার বিধান প্রযোজ্য নয় মর্মে উল্লেখ করেছেন। তদুপরি, ***The Penal Code (Act No. XLV of 1860)*** এর ৪৬৪ ধারায় থাকা Illustrations (c) ও (d) মোতাবেক ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে রাখা অলিখিত (কেবল স্বাক্ষরিত) চেক পরবর্তীতে তা ইচ্ছেমত পূরণ করে ব্যবহার করা The Penal Code (Act No. XLV of 1860) এর ৪৬৩ ধারায় বর্ণিত অপরাধ জালিয়াতির সামিল এবং একই আইনের ৪৬৪ ধারায় শাস্তিযোগ্য।

এমতাবস্থায়, ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে কোন চেক রাখা যাবে না মর্মে শর্ত (proviso) ১৩৮ ধারায় সংযোজন করা হলে অযাচিত মামলার সংখ্যা হ্রাস পেয়ে চলমান মামলাজট নিরসনে সহায়ক হবে।

৩। ***The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO.XXVI OF 1881)*** **এর ১৪১ ধারায় বর্ণিত বিচারিক আদালত পরিবর্তনঃ-** বিদ্যমান 141 ধারার Clause (c) তে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী, দায়রা আদালতের নীচের কোন আদালত ১৩৮ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিচার করবে না। দায়রা আদালতসমূহ বিভিন্ন প্রকার জটিল দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার ভারে ভারাক্রান্ত। ১৩৮ ধারার মামলাসমূহ বাঁধাধরা (Stereotyped) নিয়মের, অপেক্ষাকৃত সরল ও অল্প সময়ে নিস্পত্তিযোগ্য। এ ধারার অপরাধের বিদ্যমান শাস্তি সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদন্ড, অথবা সংশ্লিষ্ট চেকে বর্ণিত টাকার তিনগুণ পর্যন্ত জরিমানা, অথবা উভয় প্রকার দন্ড।

অন্যদিকে, ১ম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এর কারাদন্ড প্রদানের সাধারন ক্ষমতা সর্বোচ্চ ০৭ (সাত বৎসর), বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আরও বেশী। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এই পর্যায়ের বিচারকগণই ***The Negotiable Instruments Act, 1881*** এর অধীনে দায়েরকৃত মামলাসমূহ বিচার করেন।

এমতাবস্থায় *The Negotiable Instruments Act, 1881 এর* ১৪১ধারার clause (c) তে দায়রা আদালতকে প্রদত্ত এখতিয়ার সংশোধনক্রমে ১ম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে এখতিয়ার প্রদান করা হলে একদিকে দায়রা আদালতসমূহ ভারমুক্ত হয়ে জটিল মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করে মামলাজট বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং অন্যদিকে, ১৩৮ ধারার মামলাসমূহ অপেক্ষাকৃত কম সময়ে নিষ্পত্তি হয়ে বিচারপ্রার্থী ও আসামীর ভোগান্তির লাঘব হবে।

৪। ***The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO.XXVI OF 1881)*** **এর ১৩৮ ধারায় বর্ণিত অপরাধকে আপোষযোগ্য (compoundable) করণঃ** বিদ্যমান ১৩৮ ধারায় বর্ণিত কারাদন্ড ও জরিমানার পরিমান হল এক বছর পর্যন্ত কারাদন্ড, অথবা সংশ্লিষ্ট চেকে বর্ণিত টাকার তিনগুণ পর্যন্ত জরিমানা, অথবা উভয় প্রকার দন্ড। কিন্তু ১৩৮ ধারার অপরাধটি আপোষযোগ্য নয়। ***The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898)*** এর ৩৪৫ ধারায় ***The Penal Code (Act No. XLV of 1860)*** এ বর্ণিত কতক অপরাধকে (যেগুলোর সর্বোচ্চ সাজা ০৭ বছর বা তার নীচে) আপোষযোগ্য করা হয়েছে।

সুতরাং ১৩৮ ধারার অপরাধটি আপোষযোগ্য করা হলে একদিকে যেমন দ্রুততার সাথে মামলা নিষ্পত্তি হয়ে পক্ষগণের দূর্ভোগ লাঘব হবে, অন্যদিকে দেশের ফৌজদারী আদালতগুলোর মামলাজট হ্রাস পাবে।

উল্লিখিত আইনের সংশোধনী প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদানের জন্য দেশের বিভিন্ন ফৌজদারি আদালতে কর্মরত বিচারকগণ, আইনজীবীগণ, ভুক্তভোগী নাগরিকগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আইন কমিশন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

(বিচারপতি এ. টি. এম. ফজলে কবীর)
সদস্য

(বিচারপতি এ. বি. এম. খায়রুল হক)
চেয়ারম্যান

খসড়া বিলঃ

আইন কমিশনের উপরোক্ত সুপারিশের আলোকে ***The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO.XXVI OF 1881)*** এর সংশোধন কল্পে নিম্নোক্ত খসড়া বিল সংযুক্ত করা হলো:-

The Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2018

(Act No. --- Of 2018)

যেহেতু বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে ***The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO.XXVI OF 1881)*** এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন ***The Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2018*** নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **ACT NO.XXVI OF 1881 এর section 138** এর সংশোধন।- ***The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO.XXVI OF 1881)***, অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এর Section 138 এর Sub-section (1) এর শেষ লাইনের আগের লাইনে থাকা **"one year"** শব্দ দুটির স্থলে **"six months"** শব্দ দুটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

৩। উক্ত Act এর Section 138 এর Sub-section (1) এর শেষ লাইনে থাকা **"thrice"** শব্দটির স্থলে **"twice"** শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

৪। উক্ত Act এর Section 138 এর Sub-section (3) এর পর নিম্নরূপ **শর্ত (proviso)** সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

> **"Provided that no bank or financial institution shall receive or take any cheque(s) as security against a loan."**

৫। **ACT NO.XXVI OF 1881** এর section 141 এর সংশোধন।- উক্ত Act এর Section 141 এর Clause (c) এর স্থলে নতুন Clause (c) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

> **"(c) every offence under section 138 will be compoundable which shall be considered by the court after hearing both the parties, firstly, at the time of framing of the charge, secondly, at any stage of the hearing before pronouncement of the judgement."**

৬। উক্ত Act এর Section 141 এর নতুন Clause (c) এর পর নিম্নরূপ নতুন Clause (d) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

> **"(d) no court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence punishable under section 138."**

স্বাক্ষরিত / = ৩১.১২.২০১৭
(বিচারপতি এ. টি. এম. ফজলে কবীর)
সদস্য

স্বাক্ষরিত / = ৩১.১২.২০১৭
(বিচারপতি এ. বি. এম. খায়রুল হক)
চেয়ারম্যান